সংবাদ

তারিখ ... 10 MAR 2014 ...
পৃষ্ঠা ৭৬ ... কলাম ... ২ ...

চবিতে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি

মৌখিকের তালিকায় না আসলেও ভর্তির জন্য মনোনীত!

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০১৩-১৪ শিক্ষবর্ষের ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ রয়েছে, মৌখিক পরীক্ষার জন্য মনোনীত না হয়েও ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ৫ জন ভর্তিচ্ছু। অন্যদিকে ব্যবহারিক (ফিল্ড টেস্ট) পরীক্ষায় প্রথম সারিতে থাকা শিক্ষার্থীদের অনেকেই ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে বাদপড়া ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিকেট, টেনিস, হকি, অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল, ফুটবল, সাঁতার, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্যারাতে ও দাবা খেলায় আবেদনকারীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ব্যবহারিক পরীক্ষায় নির্বাচিতদের ক্রমানুসারে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য একটি নোটিশ দেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। সর্বশেষ গত ৬ মার্চ ব্যবহারিক মৌখিকের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

মৌখিকের : তালিকায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন অনুষদের ভর্তির জন্য নির্বাচিত ৫৫ জন শিক্ষার্থীর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। তালিকা দুটি পড়ে দেখা যায়, ব্যাডমিন্টন, হকি ও সাঁতারে এমন ৫ শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হয়েছে যাদের নাম মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকায় নেই। এছাড়া কয়েকটি খেলায় দেখা গেছে, প্রথম দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের পরিবর্তে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন শেষ দিকের শিক্ষার্থীরা।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ হলেও খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর ৩৫ বিবেচনা করা হয়। তবে দেখা গেছে, মূল পরীক্ষায় ৭০ নম্বরের বেশি পেয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রথম সারিতে থাকা সত্ত্বেও ভর্তির সুযোগ পায়নি অনেকে। অথচ ন্যূনতম নম্বর পেয়ে (৩৫-৩৯ নম্বর) ব্যবহারিক পরীক্ষায় পেছন দিক থেকেও ভর্তির তালিকায় রয়েছে অনেকের নাম।

ব্যাডমিন্টন : ব্যাডমিন্টনে ব্যবহারিক পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র থেকে ৪ জন ও ছাত্রী থেকে ৬ জনের নাম প্রকাশ করা হয়। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা শেষে ভর্তির জন্য প্রকাশ করা হয় ১২ জনের নাম। মৌখিক পরীক্ষার তালিকায় না থেকেও ভর্তির তালিকায় রয়েছে অতিরিক্ত ৩টি নাম। তারা হলেন- মো. আলমগীর হোসাইন (এইচ-১: রোল নং : ০৪৭১৯), শাদিয়া আক্তার (এইচ-১: রোল নং : ১০১৪২) ও ফারজানা ইসলাম (সি-১, রোল নং : ০৩৮৩৯)। মৌখিকের চেয়ে ভর্তিতে বেশি শিক্ষার্থীর নাম আসলেও মৌখিকের তালিকায় থেকে বাদ পড়েছেন ছাত্রীদের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে থাকা সিফাত আনজুম।

হকি : হকিতে ব্যবহারিক পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৪ জনের নাম প্রকাশ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা শেষে ভর্তির জন্যও প্রকাশ করা হয় ৪ জনের নাম। কিন্তু এ তালিকায় বাদ পড়ে ইমরান নিয়ার নাম। আর মৌখিক পরীক্ষার তালিকায় না থেকেও ভর্তির তালিকায় রয়েছে অতিরিক্ত একটি নাম। সেটি হলো মোহাম্মদ শামীম (এ ইউনিট, রোল নং : ১৩৯২০)।

সাঁতার : সাঁতারে ব্যবহারিক পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৩ জনের নাম প্রকাশ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা শেষে ভর্তির জন্য প্রকাশও করা হয় ২ জনের নাম। তবে মৌখিক পরীক্ষার তালিকায় না থেকেও ভর্তির তালিকায় রয়েছে অতিরিক্ত একটি নাম। তা হলো বাছির উদ্দিন আহমেদ (সি-৭ ইউনিট: রোল নং : ০১৫২৮)। অথচ তালিকায় থাকা সত্ত্বেও বাদ পড়েছে প্রথম অবস্থানে থাকা উজ্জ্বল চৌধুরী ও রাইহান ইসলাম।

হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবলের ব্যবহারিক পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র ৬ জন ও একজন ছাত্রীর নাম প্রকাশ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা শেষে ভর্তির জন্য প্রকাশ করা হয় ৫ জনের নাম। একমাত্র ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও বাদ পড়েছে সৈয়দা সজীবা আক্তার। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ওই ছাত্রী সবার চেয়ে ভালো ফল করা সত্ত্বেও তাকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

দাবা : দাবায় লিখিত পরীক্ষায় প্রথম অবস্থানে থাকা প্রসাদ চন্দ্র রায় বাদ পড়ে গেছে ভর্তির তালিকা থেকে। ভর্তির জন্য সুযোগ পেয়েছেন দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সৈকত দত্ত (এ ইউনিট: ১৩৪৪২)। অনুসন্ধানে জানা গেছে, লিখিত পরীক্ষায় সৈকত দত্তের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল প্রসাদ চন্দ্র রায়।

এছাড়া ক্রিকেটে ১১ জন নিলেও ব্যবহারিকে ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীরা বাদ পড়েছেন। সুযোগ পেয়েছেন ২২ থেকে ২৫তম অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীরা। ভলিবলে ছাত্রদের মধ্যে ১ম ও ৫ম অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পেলেও বাদ পড়েছেন ব্যবহারিকে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ভুক্তভোগী সংবাদ'কে জানান, তারা ব্যবহারিকে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও তাদের পরিবর্তের নিচের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এসব অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে মেধা তালিকা অনুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর জোর দাবি জানান।

এসব অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোয়াজ্জেম হোসেন মৌখিক পরীক্ষার তালিকায় ৫ জন ভর্তিচ্ছুর নাম না আসার বিষয়টি স্বীকার করে সংবাদ'কে বলেন, পরে ওই ৫ ভর্তিচ্ছুর মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কেন পরে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হলো- জানতে চাইলে এ বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

খেলোয়াড় কোটায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি কমিটি- ২০১৪ এর সভাপতি এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ইমরান হোসেন সংবাদ'কে বলেন, বিষয়টি আমি প্রথম শুনলাম। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।